যুগান্তর

তারিখ ... 25 APR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ......

গাছতলায় ক্লাস

ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনর্নির্মাণ জরুরি

শুরু হয়েছে ঝড়-বাদলের মৌসুম। ঝড়ে ঘরবাড়ি, স্থাপনা উড়ে গেছে অনেক স্থানে, হতাহত হয়েছেন অনেক মানুষ। গত কয়েক দিনে প্রায় শ'খানেক মানুষ ঝড়-বজ্রবিদ্যুতের শিকার হয়ে মারা গেছেন। আমরা এই একুশ শতকেও ঝড়-ঝঞ্ঝা-বন্যা-খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের অসহায় শিকার।

এমন ঝড়-বাদলের মৌসুমে দেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য শিশু গাছতলায় ক্লাস করছে। এ সংবাদ উদ্বেগজনক, কিন্তু এটাই বাস্তবতা। দেশের বিভিন্ন স্থানে ঝড়-বৃষ্টিতে লণ্ডভণ্ড হয়েছে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সেসব প্রতিষ্ঠান এমনই জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে যে, সেখানে যে কোনো সময় 'জগন্নাথ হল ট্র্যাজেডি'র মতো ঘটনার আশংকায় শিক্ষার্থীরা ক্লাস করছে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা পাঁচান মকবুল হোসেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা গাছতলায় ক্লাস করছে, এমন চিত্র ও সংবাদ ছাপা হয়েছে শনিবারের যুগান্তরে। অন্য একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর স্কুলের ছাত্রদের মাঠে পাঠ গ্রহণের চিত্র। কেশবপুরের ১৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ে। শরণখোলায় ১০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে ক্লাস করছে হাজার হাজার শিক্ষার্থী। উপজেলা প্রকৌশল অফিস থেকে এসব স্কুলের ভবন ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে। এগুলোর বেশিরভাগেরই বয়স ২০-২২ বছর হয়ে গেছে। মানসম্মতভাবে নির্মিত না হওয়ায় এ দশা হয়েছে ভবনগুলোর। শিক্ষা জগৎ স্বীকৃত মৌলিক মানবাধিকারগুলোর অন্যতম। মানবোন্নয়নের সূচকে এগিয়ে থাকার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অবলম্বন। আমরা সেই অবলম্বনটিকে বিপন্ন হতে দেখছি উপর্যুক্ত বাস্তবতায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে হাজারও সমস্যা বিদ্যমান। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের বিপন্নতা, সন্দেহ নেই, সবচেয়ে বড় সমস্যা। এ সমস্যাকে জরুরি ভিত্তিতে আমলে না নেয়ার কোনো বিকল্প নেই। যেসব জরাজীর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে উপজেলা প্রকৌশল অফিস ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছে, সেসব প্রতিষ্ঠানসহ ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো দ্রুত পুনর্নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন এগিয়ে আসবে, এটাই আমরা আশা করি। তারা এগিয়ে না এলে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের শিক্ষাজীবনে। আখেরে সে ক্ষতির মাশুল দিতে হবে গোটা জাতিকে। আমরা আশা করি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো [illegible] পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হবে।